নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(৯)

পরের দিন। নরেন রামকৃষ্ণদেবের নিকট এসেছে। রামকৃষ্ণদেব নরেনের সাথে কথা কইতে কইতে বলে উঠলেন—''রাতের স্বপন দিনের বেলায় দেখেছিস্? ঐ দেখ্! মথুর আসছে— কাল রাতে সারদাকে নিয়ে আর পারি না কেবল কাছে এসে ঘুম ভাঙিয়ে বলছে—'ওগো ওঠো, রাজবাড়ী থেকে এত রাত্রে রাজকন্যা কেন এসেছে, জিজ্ঞাসা

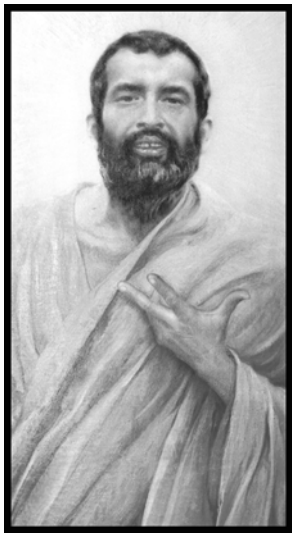

কর! মথুররাজাও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে; যাও তাঁকে ডেকে আন।' পাশ ফিরে শুধু তাকে বললুম—এসো, তোমার পায়ের তলায় একটু হাত বুলিয়ে দিই, তা'হলেই ওরা চলে যাবে—তাই বলছি রাত্রে যাকে দেখেছি আর যে আমার উপস্থিতিতে রাত্রে ভাল করে ঘুমুতেও পারে নি—সেই মথুরবাবুই ঐ দেখ্ এসে পড়েছে— কিগো! এখনও যে চোখে তোমার ঘুম লেগে রয়েছে। রাত্রে কি মোটেও ঘুমোও নি? কাল রাত্রে আমারও খানিকটা আধঘুমে কেটেছে—সারদা কেবল জাগিয়ে দিয়ে বলে চলেছে—

'দরজার কাছে মথুররাজ দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকে ঘরে ডেকে আন', আবার কখনও বলছে—'রাজকন্যা ঘরের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার বাপু ভয় করছে। আমার মাথার কাছে তোমার সিঁথেন রাখ'—তোমারও গত রাত্রিটা আমারই মত কি কেটেছে?''

নরেন বললে, ''আপনি ঠিকই ধরেছেন—গত রাত্রিটা ভয়ের চোটে আমিও-মা, মা বলে কাটিয়েছি, অথচ মায়ের প্রিয় ছেলে আপনি ছিলেন—অত রাত্রে সাত দরজা পেরিয়ে যান কি করে? পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল কে? চুরি করে বন্ধ দরজা পেরিয়ে অতবড় শরীরকে হাওয়ার মত কি করে আপনারা যান বুঝি না।''

রামকৃষ্ণদেব বললেন—''মায়ের আবার ঘর-বন্ধ কোথা? সব ঘরেরই চাবি মায়ের কাছে 'ম্যাষ্টার কি' হিসাবে একটা আঁচলেই বাঁধা থাকে। জগন্মাতা যখন তখন যে কোন আকার ধারণ করে তার যে কোন ছেলের কাছে যেতে পারে। তবে শ্রেষ্ঠ আকার দিয়েই মা যেমন প্রকট হতে পারে, শ্রেষ্ঠ মানুষের চোখে মা, তেমনি ধরাও পড়ে। মা-ই ঘুম পাড়িয়ে দেয় আবার মা-ই জাগিয়ে তোলে।''

বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—''আপনার জগন্মাতা বড্ড লুকোচুরি খেলে; এরকম খেলা কি উচিৎ?''

রামকৃষ্ণদেব — ''ওকেই তো মায়ের লীলা বলে গো! বুড়ী ছোঁয়া বড় কঠিন। কাজেই অনেক দৌড় ঝাঁপ করতে হয়, তবে বুড়ীর ছোঁয়া মেলে। তোর সঙ্গেও গত রাত্রে কিছু লুকোচুরি করেছিল নাকি?''

নরেন বললে, ''আজ্ঞে হ্যাঁ, মায়ে-পোয়ে দুজনেই, পাল্টা ঘুম ভাঙ্গিয়ে আঁখির জলে ভিজিয়ে দিয়েছিল, আমি দেখলুম—মা-ই একবার আপনার ধুতি-কোর্ত্তা পরে রামকৃষ্ণ সেজে এলেন, আবার পর মুহূর্ত্তে ধুতি-কোর্ত্তা ছেড়ে শাড়ী পরলেন। আপনি যেমন বলেন—'মা একবার শিব সাজে,

একবার কালী সাজে, যখন যে সাজ ভাল লাগে সেই সাজই সে নিতে পারে। মা নিতেও পারে, দিতেও পারে। গিরিশ যেমন নিজেই নাটক লিখে নিজেই তার অভিনয় করে, মায়ের ব্যাপারও তাই। অভিনয় সাজের সময় লেখক গিরিশকে যেমন চেনা যায় না, মায়ের অভিনয়ও খানিকটা ওমনি ধরণের'।''

শিশু সারল্যের হাসি ছড়িয়ে রামকৃষ্ণদেব বললেন—''সাবাস! তোরও দেখছি প্রায় বারোটা বেজে আসছে—মায়ের অভিনয় চট্‌পট্‌ করতে পারিস। যারা সাজঘরে যেতে পারে, দর্শক হয়েও বসতে পারে, আবার অভিনয়ও করতে পারে তারাই রঙ্গমঞ্চের অধিকারী হয়। কাল অষ্টমী তিথিতে তোরা মায়ের অভিনয় খানিকটা করে দেখেছিস। তিথি অনুসারে মায়ের কর্ম্মের কম বেশী প্রকাশ হয়।''

শ্রীমা মুখ ঘুরিয়ে রামকৃষ্ণদেবের দিকে চোখ ফিরিয়ে উত্তর দিলেন—''না বাপু, আমি আর বাপের বাড়ীও যাব না, শ্বশুর বাড়ীও যাব না, মায়ের বাড়ীতেই থাকব; তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যেতে পার''—শ্রীমায়ের কথা শুনে রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''আরে, মা যদি তাড়িয়ে দ্যায় তো কি করে থাকব? মথুরবাবুর সাঙ্গ-পাঙ্গ আর ভট্‌চায্‌ পণ্ডিতেরা বলেছে—'ওরকম পাগল পূজারী মা ভবতারিণীর পূজায় রাখা উচিৎ নয়—যে পূজারী মায়ের পায়ে ফুল না দিয়ে নিজের পায়ে-গায়ে ও মাথায় ফুল দিয়ে পুজো করে, সে কি কখনও সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বা পূজারী হতে পারে? রাণীমা কেমন করে যে এ রকম ব্রাহ্মণের পূজা পছন্দ করেন, তা আমরা ভেবেও পাইনা—যত শীঘ্র পার ওকে তাড়াও, নচেৎ কালে কালে এমন একদিন এসে যাবে যে, লোকে প্রতিমা পূজা কখনওই করবে না, নিজের মাথায় ফুল দিয়ে নিজে এক একটি ঠাকুর সেজে বসে থাকবে'...একথা শুনে শ্রীমা বললেন, ''তা'ত লোকে বলবেই, যার যেমন জ্ঞান সে তেমনি কথা বলবে; রাণীমাত' কোন দিন ও সব কথা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন নি—তুমি ত তাদের প্রতিমা পুজোর ভার নাওনি—নিয়েছ রাণীমার, ওদের কথায় কান দিলে তোমার নাক কান কিছুই থাকবে না''... রামকৃষ্ণদেব হাসিমুখে উত্তর দিলেন—''তুমি ঠিক আমার ভবতারিণীর মায়ের মতই উত্তর দিচ্ছ—তাই তোমাকেও আমার জগন্মাতার মত পুজো করতে ইচ্ছা করে। ও সব কলসীকানা খেতেই হবে, নচেৎ কর্ণবধ হবে না দেখছি—ও সব মায়েরই ছল চাতুরী... কী বল?''

শ্রীমা বললেন, ''তুমি মায়ের সঙ্গে যখন কথা কও, এ সব জিজ্ঞাসা করতে পার না? মনের জঞ্জাল মায়ের কাছেই অর্পণ করেছ, তবু এ সব কথা কেন আসে?''.... ''আরে, আমার কি তখন ও সব কথা মনে থাকে? মায়ের কোলে গেলে, ধূলোর খেলা ভুলে যাই, কিন্তু জীবন্ত মা হয়ে, তুমি আমার কথার হয়ত উত্তর দিতে পারবে বলে, ও সব প্রশ্ন মনে জাগে না—স্বর্গে গেলে মর্ত্ত্যের কথা ভুলে যাই, তাই মর্ত্ত্যের মাঝে তোমাদের মত মায়ের প্রতিমা, সব ঘরকেই বেঁধে রেখেছে'' ...রামকৃষ্ণদেব এই কয়টি কথা বলে চুপ করে বসে রইলেন...চোখ দিয়ে শুধু জল গড়াতে লাগল... শ্রীমা, রামকৃষ্ণদেবের চোখ মোছাতে মোছাতে বলতে লাগলেন—''জীবন-দেবতার চোখে জল পড়লে আমিও এখানে থাকতে পারব না।'' ''তবে তাই হোক, চল আমরা নিজের কুঁড়ে ঘরেই ফিরে যাই, মায়ের পাষাণ ঘরে আর থেকে কাজ নেই.... এ বাড়ীতে জগন্মাতা পাষাণ ঘরে এসে, নিজেও হয়ত পাষাণ-প্রতিমা সেজে বসে আছেন— তাই ভাবি, মা যদি হাত ধরে নিয়েই এলেন, তবে রাজবাড়ীতে এসে লুকিয়ে পড়লেন কেন?'' ''ওরই নাম—মায়ের লুকোচুরি খেলা''... রামকৃষ্ণদেব ভারী গলায় উত্তর দিয়ে বলতে লাগলেন—''জগন্মাতার ঐ রকম লুকোচুরি খেলা না থাকলে মাকে হয়ত সবাই একদিনে চিনে ফেলত। তুমি যেমন রান্নাঘরে গেলে আমার কথার উত্তর দাওনা, হেঁকে ডাকলে, কু দাও মাত্র, আমার ভবতারিণীও তাই—বেশী ডাকলে তবে আসেন; এক আধবার ডাকে মা সাড়া দেন না।''

সারদামণি শিশুর ভাষায় উত্তর দিলেন—''বুঝিনা বাপু তোমার মায়ের কথা—রাধা যেমন চিরকাল কেঁদেই চলেছে, আমারও অবস্থা দেখি কতকটা তেমনি হয়েছে। কান্না না পেলেও তোমার জগন্মাতা লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে কাঁদিয়ে নেবে—যাই হোক, এখন কি করবে বল? নিজের কুঞ্জকুটীরে ফিরে যেতে চাও? না—মায়ের ঘরে ঘর করতে চাও?''—

এমন সময় নরেন যেন রামকৃষ্ণদেবের কথা নিয়েই বলে যেতে লাগলেন—''মায়ের ঘর যারা পেয়েছে, তারা কখনও অন্য ঘরে যেতে চাইবে না—হয়ত মাকে মাথায় নিয়ে রামপ্রসাদের মত গঙ্গাজলে ডুববে, নয়ত তাঁকে পাষাণ ঘরে রেখে সোনার দেউল করে মর্ত্ত্যের কাজে গা ভাসাবে—কুঞ্জ-কুটীরে ফিরে যাওয়া হবে না, ফিরে গেলে আমাদের মত জটিলা-কুটিলার দশা কি হবে?''

শিশু-সারল্যের হাসি ছড়িয়ে রামকৃষ্ণদেব সায় দিয়ে

বললেন—''ব্যস্ নরেন এসেছে, আর কেন ভাব? ওর কথার উত্তর দেওয়া ত সহজ হবে না, এখন একটু উঠে পড়, নরেন আলুর ছেঁচকি দিয়ে মুড়ি খেতে ভালবাসে, পার যদি তাই করে ওর কথার পূজার দক্ষিণে দাও।''

সারদামাতা, মিষ্টিমুখে স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে রান্না-ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন—রামকৃষ্ণদেব তাঁর আলুলায়িত কুন্তলের দিকে তাকিয়ে নরেনকে বললেন—''ঠিক এমনি করেই আমার ভবতারিণী মা কথা কইতে কইতে উঠে যান—মায়ের সামনের দিকে থাকে বজ্র আর বিদ্যুৎ, পেছনে থাকে অনন্ত মেঘের কঠিন কৌটো। আমরা পেছন ফিরে চলে যাই, মায়ার শক্ত বাঁধন তাই খুলতে পারি না, এই শক্ত গাঁঠছড়া খুলে গেলেই, এই মায়ার সংসারই সোনার সংসার হয়ে ওঠে। ঐ দেখ! গিরিশ ঘোষও তার তুবড়ী বাজি নিয়ে এইখানেই এসে পড়েছে... ওগো, গিরিশ এসেছে—যদি সুযোগ-সুবিধা বোঝ, মুড়ি-মুড়কির সঙ্গে একটু চা পানিরও জোগাড় দেখ।''

শ্রীমা সহজ সুরে উত্তর দিলেন—''চা-পানির জোগাড় হতে পারে, যদি চিনির জোগাড় হয়। ঘরে যা আছে, তা নৈবিদ্যতে দেবার চিনি—ও চিনি দিতে হয় কিনা চিনি না—বাজার থেকে পোয়া-খানেক চিনি আনিয়ে দাও।''

এরপর রামকৃষ্ণদেব একদিন একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলে যাচ্ছেন—''মা এখন আমার গলায় গলায়—মায়ের কোলে ডুব দিয়ে কি হবে? ডুবলে সেই মাকে দেখি, আবার উঠলেও সেই এক মাকে দেখি—সবই যেন মায়ের কণ্ঠে ভরা—জলও দেখি আলোয় আলোয় ভরে গিয়েছে। মায়ের অঙ্গের আলোর ঝলমলানি মায়ের পায়ে গড়িয়ে এনে মা, নিজেই আবার গঙ্গা নাম নিয়ে সবারই পা ধুইয়ে, দেবার জন্যই করুণার স্রোতে নিজের গা ভাসিয়ে দিয়েছে—এত ঢেউ কেন?.... মায়ের পায়ের অনন্ত আলো, ধরিত্রীমাতা হয়ে সবাইকে যেন স্নান করিয়ে দিতে এসেছে। এক একটা ঢেউ যেন এক একটা পারে নিয়ে যাবার নৌকো। সব ঢেউগুলোতেই মায়ের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। সবাই রয়েছে মায়ের কোলে, তবু নরেন কেন বলে—'তুমিই কেবল মায়ের এক মাত্র ছেলে—আমরা তাঁর পিলেও কিনা তাও জানি না'—''

এই বলতে বলতে রামকৃষ্ণদেব অদূরে একটি ভরা-নৌকো দেখে, ক্রমে ক্রমে মাঝগঙ্গার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন, আর নৌকার মাঝিতে কৃষ্ণরূপ দর্শন করে ভক্তি-বিহ্বলে হঠাৎ গঙ্গার গর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেলেন—

.....ক্রমশঃ